Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৯ সেপ্টেম্বর , ২০১৪

৩৭ বর্ষ ৩৬ সংখ্যা ৮ সেপ্টেম্বর , ২০১৪ ২২ ভাদ্র, ১৪২১

শিক্ষক দিবসে জ্যোতি বসু, হরেকৃষ্ণ কোঙার, সুবোধ চৌধুরী, বিজয় পাল-এর জন্মশতবর্ষ স্মরণ অনুষ্ঠান

কেন্দ্রীয় সরকার দেশের শ্রম আইনকে পরিবর্তিত করতে চায়, অর্জিত শ্রমিক সুরক্ষাকে ধ্বংস করতে চায় —প্রকাশ কারাত

বিশেষ সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৫ সেপ্টেম্বর : জ্যোতি বসু, হরেকৃষ্ণ কোঙার, সুবোধ চৌধুরী ও বিজয় পাল—চারজনের মধ্যে তিনজন এই জেলার মানুষ। তাঁরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে, স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন। তারপর স্বাধীন ভারতেও মার্কসবাদ-লেনিনবাদে দীক্ষা নিয়ে সাধারণ মানুষের স্বার্থে লড়াই সংগ্রাম জারি রেখেছিলেন। কৃষক-শ্রমিকদের সংগঠিত করবার কথা তাঁদের ভাবতে হয়েছিল।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত সংস্কৃতি লোকমঞ্চে অনুষ্ঠিত এক সভায় উপচে পড়া প্রেক্ষাগৃহে কথাগুলি বললেন পার্টির সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ করাত।

উপস্থিত বামপন্থী কর্মী এবং মানুষের এই মহতী সভায় তিনি বলেন, আজকে নতুন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। পূর্বের সরকারের বিফলতাগুলির মধ্যে থেকে নেতিবাচক সমর্থন নিয়ে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পেয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি কেন্দ্রে সরকার গঠন করেছে। প্রতিক্রিয়াশীল আর. এস. এস এই সরকারের প্রধান চালিকা শক্তি। গত তিন মাসে স্পষ্ট হয়েছে, এই সরকার আরও আগ্রাসী হয়ে উদারবাদী নীতিকে প্রয়োগ করবে। কারণ দেশের মনোপলি পুঁজি এদের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। আর বিদেশি পুঁজি এদের সহযোগিতা করছে। স্বাধীনতার পর এই প্রথম এদেশে রেলে বিদেশি লগ্নির পথ খুলে দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রের সরকার দেশের শ্রম আইনকে পরিবর্তিত করতে চায়, অর্জিত শ্রমিক সুরক্ষাকে ধ্বংস করতে চায়। তার কাজও শুরু করে দিয়েছে।

কারখানাতে ১০০-র কম শ্রমিক-কর্মচারী থাকলে যেখানে ইউনিয়ন করার অনুমতি ছিল না, সেখানে এরা ওই সীমা ৩০০-তে নিয়ে যেতে চায়। এরকম আইনের ফলে দুইয়ের তিন অংশ শ্রমিক রাজস্থানে চলতি সুরক্ষা বলয়ের বাইরে চলে গিয়েছেন। সমগ্র দেশের শ্রমিকদের মধ্যে এই আক্রমণ নেমে আসছে। এনরেগা তুলে দেওয়া, সরকারি বরাদ্দ কমানো—ব্যক্তি পুঁজিপতিদের মুনাফা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে এসব করা হচ্ছে। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর হিন্দুত্ববাদীদের উসকানিতে দেশে দাঙ্গা বেড়েছে। নির্বাচনের আগে শুধু মাত্র উত্তরপ্রদেশে ২৭টি দাঙ্গা হয়েছে। দাঙ্গা হয়েছে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটকে, আর সব কটি দাঙ্গার পিছনে রয়েছে সংঘশক্তি। আর এস এস প্রধান বারবার হিন্দুত্ববাদী ধ্বংসাত্মক কথাবার্তা বলছেন। শিক্ষাক্ষেত্রেও এদের বিশেষ দৃষ্টি পড়েছে। শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকীকরণ করা হচ্ছে। আজ শিক্ষক দিবস, ডঃ রাধাকৃষ্ণণের প্রতি শ্রদ্ধায় দিনটি পালিত হয়। এই প্রথম আজ দেশের প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শুনতে বাধ্য করা হচ্ছে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের। আবার খোঁজ-খবর করা হবে কোন স্কুলে কত ছাত্রছাত্রী তাঁর ভাষণ শুনল! এ বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারি বার্তা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে স্কুলে স্কুলে। শিক্ষা যদিও রাজ্য সরকারের বিষয়। হিন্দু রাষ্ট্র গঠন করার জন্য এরা পাঠ্য বইয়ের পরিবর্তন শুধু নয়, উচ্চ শিক্ষার প্রতিটি জায়গায় সংঘের নেতৃত্বকে বসানোর কাজ শুরু করেছে। যা আমাদের দেশের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক!

পশ্চিমবঙ্গে গত তিন বছরে দেখা যাচ্ছে রাজ্যের তৃণমূল সরকার গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে চাইছে। প্রতিক্রিয়াশীল সমস্ত শক্তিকে তারা এক জায়গায় জড়ো করেছে, সাম্প্রদায়িক শক্তিকেও তারা প্রশ্রয় দিচ্ছে। জন-বিরোধী সমস্ত কাজ, লম্পট-গুন্ডারাজের বিরুদ্ধে এখানে আপনারা লড়াই করছেন, আমরা সেই লড়াইকে শ্রদ্ধা জানাই। ট্রেড ইউনিয়নের আন্দোলন, কৃষকের আন্দোলন, রাজনৈতিক আন্দোলন—সমস্ত ক্ষেত্রের আন্দোলনে যে চারজন নেতৃত্বকে আমরা এখানে স্মরণ করছি, তাঁদের জীবনে তাঁরা কিভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, আধা-ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কীভাবে লড়াই করেছেন, কত মানুষ খুন হয়েছিলেন, কত মানুষ হয়েছিলেন গৃহহারা, কত পার্টি অফিস দখল হয়েছিল-তা উল্লেখ করে বলেন, ওঁদের সেই অভিজ্ঞতা থেকেই পথনির্দেশ নিয়ে শিখতে হবে আগামী দিনের সংগ্রামকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

বর্ধমানের পার্টি সংগঠন যেভাবে সাহসের সঙ্গে সমস্ত হামলার মোকাবিলা করছেন, মানুষের সাথে কাজ করছেন, যত কঠিন অবস্থান আসুক না কেন ওঁদের জীবন থেকে প্রেরণা নিয়ে একদিকে দিল্লির সংঘশক্তির সরকার অপরদিকে রাজ্যের তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যেতে পারবেন আশা রেখে শ্রী কারাত তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

স্মরণ অনুষ্ঠানের সব চেয়ে চমক ছিল এদিনে পলিটব্যুরো সদস্য বর্ধমানের কৃতী সন্তান নিরুপম সেনের উপস্থিতি। দীর্ঘ সাত-আট মাস ধরে তিনি গুরুতর অসুস্থ, প্রায় লোকচক্ষুর আড়ালে। তবু জেলা সংগঠনের এরকম একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে না পেরে অসুস্থ শরীরেই হাজির হয়েছেন তিনি। শরীরের একদিকে কাজ করতে পারেন না প্রায়—তবু অসীম মনোবলের অধিকারী নিরুপম সেন যখন তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ শুরু করলেন, প্রেক্ষাগৃহের উপস্থিত মানুষ মুখর হলেন করতালিতে। হুইল চেয়ারে বসা অবস্থায় নিরুপম সেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় উপস্থিত নেতৃত্ব এবং সাধারণ কর্মীকে উৎসাহিত করে জানালেন

—এরপর চারের পাতায়

বর্তমান প্রশাসনে মানুষের জীবন কতটা সুরক্ষিত

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল, ৫ সেপ্টেম্বর : ঠিক দশদিন আগে শহরের জি টি রোডের পাশে গোপালপুরে গ্যাস লিকের ঘটনা আর একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, বর্তমান প্রশাসনে মানুষের জীবন কতটা সুরক্ষিত। গত ২৬ আগস্ট সন্ধের পর থেকে শোনা যায় গোপালপুর-কুমারপুরের মানুষেরা শ্বাসকষ্টে ভুগছেন, একটু পরেই কালো ধোঁয়া ধীরে ধীরে এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। ততক্ষণে এলাকার মানুষ বাড়িঘর ছেড়ে নিরাপদ জায়গায় যেতে শুরু করেছেন। এলাকার মানুষের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র জোনাল সম্পাদক পার্থ মুখার্জীর সঙ্গে দলের কর্মীরা। বস্তুতপক্ষে শুধু আহত বা নিহতদের হাসপাতালে নার্সিংহোমে পৌঁছানোই নয় তারা সারারাত হাসপাতাল প্রাঙ্গণে কাটিয়েছেন। অবস্থা কিছুটা আয়ত্তে এলে জানা গেল সত্যবালা দে (৮০) ও উজালা দেবী (৭০) নিজেদের বাড়ি থেকে বেরুতে না পেরে মারা গেছেন। আর আহতের সংখ্যা ৫০ এর বেশি। এলাকায় বেশ কটি নার্সিংহোম থাকায় অনেকে সেখানে ভর্তি হয়েছেন এছাড়া সরকারি হাসপাতালের অন্ততঃ ৩৫ জন ভর্তি হয়েছিলেন। ঘটনাটি ভূপালের মতো গভীর রাতে ঘটলে অবশ্যই কয়েকশো মানুষ প্রাণ হারাতেন। কিন্তু পুলিশ কমিশনারেটের মাত্র এক কিলোমিটার এরও কম দূরত্বে এই গ্যাস যেদিন দুপুর থেকেই বার হচ্ছিল প্রশাসন কোনো সতর্কবার্তা দেয়নি। কারণ পাঁচিল ঘেরা যে জায়গার ভিতর থেকে গ্যাস লিক হচ্ছিল তার মালিকানা বেনামে এক তৃণমূলি বিধায়কের (আসানসোলের নয়)। সেখানে দীর্ঘদিন ধরেই ছাঁট লোহা গ্যাস কাটার দিয়ে কেটে পাচার হয়। এমনকি ভারী লোহা বহন করার জন্য ভেতরে কয়েকটি ক্রেনও আছে। কিন্তু বিষাক্ত গ্যাসটি অ্যামোনিয়াম সালফেট বলা হলেও দুর্ঘটনার ২৪ ঘন্টা পরে সেখানে গিয়ে দেখা গেছে রাতারাতি গাছের পাতা হলুদ হয়ে গেছে। ঘটনার চারদিন পরে এসে অত্যন্ত গোপনে ফরেনসিক বিষেজ্ঞরা তদন্ত করেছেন। কিন্তু তাঁরা কী জানতে পেলেন, সেটা হয়ত কোনো দিনই জানা যাবে না।

বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৮ সেপ্টেম্বর : বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি, বর্ধমান জেলা কমিটির ১৪ তম বার্ষিক সাধারণসভা অনুষ্ঠিত হলো বর্ধমানের জাগরী সভাকক্ষে। সংগঠনের বার্ষিক সাধারণসভার উদ্বোধন করেন রাজ্য কার্যকরি সভাপতি দেবগোপাল চক্রবর্তী। সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য প্রভাত ব্যানার্জী, পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির পক্ষে লক্ষ্মী পাল, রাজ্য সরকারি পেনসনার সমিতির পক্ষে কার্ত্তিক চক্রবর্তী, কিশোর বাহিনীর রাজ্য নেতৃত্ব অধ্যাপক ধীরেন সূর। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের কার্যকরি সভাপতি অধ্যাপক সেখ সাইদুল হক।

একই সঙ্গে দ্বিতীয় পর্বে সংগঠনের ২৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস ও আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে সাক্ষরতার তাৎপর্য ও আজকের সময়ে সাক্ষরতা আন্দোলন ও কর্মীদের ভূমিকা কী হবে সে বিষয়ে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক সাইদুল হক। সাক্ষরতা সমিতির ইতিহাস ও কর্মীদের বিষয়ে আলোচনা করেন রাজ্য নেতৃত্ব দেবগোপাল চক্রবর্তী। সভায় সভাপতিত্ব করেন বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক পূর্নচন্দ্র মালিক।

সুকুমারী ভট্টাচার্য ও অমলেন্দু দে স্মরণ

১৪ সেপ্টেম্বর, (রবিবার) ২০১৪, বিকাল - ৪ টা

জাগরী সভাকক্ষ, বর্ধমান

উদ্যোগ—

নতুন চিঠি (সংবাদ সাপ্তাহিক) ও বর্ধমান হেরিটেজ অ্যাসোসিয়েশন

নতুন চিঠি শারদ সংখ্যা ২০১৪

দেশ-সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতি-শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির বৈচিত্র্যময় সম্ভারে প্রকাশিত হচ্ছে সেপ্টেম্বরের চতুর্থ সপ্তাহে।

মূল্য - ৫০ টাকা

পাওয়া যাবে : পত্রিকা দপ্তর, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা লিঃ-র সবকটি বিপণন কেন্দ্রে ও পাতিরামের স্টল, কলেজ স্ট্রিট জং, কলকাতা এবং বিভিন্ন শারদ স্টলে।

নতুন চিঠি

৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৪

সারদার দায় নিয়ে তৃণমূলের চাপান-উতোর

সারদা কেলেঙ্কারি নিয়ে তাঁর দল ও সরকারের বিরুদ্ধে এক শ্রেণির সংবাদমাধ্যম মিথ্যা প্রচার করছে বলে অভিযোগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সারদা কেলেঙ্কারির তদন্ত করতে গিয়ে সি বি আই ইদানীং কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি বা তাঁর সাকরেদদের জেরা করার সময় মুখ্যমন্ত্রী কার্যত মৌনব্রত পালন করছিলেন। কিন্তু গত ৫ সেপ্টেম্বর সি বি আই আদালতে ''মুখ্যমন্ত্রী—সুদীপ্ত ও আমাকে (কুনাল ঘোষ) মুখোমুখি—বসিয়ে জেলা করা হোক''— কুনালের এই চ্যালেঞ্জ জানানোর পর হঠাৎ বিষয়টি নিয়ে হালের মৌনব্রত ভাঙেন এবং সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে মিডিয়ার উপর ...। সি বি আই তাঁর আস্থাভাজন পরিবহনমন্ত্রীর প্রাক্তন আপ্ত সহায়ককে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় মুখ্যমন্ত্রী সি বি আইকে কটাক্ষ করে বলেছিলেন—সি বি আই রাজনৈতিক ব্যবহার করছে। আমরা মরে যাই নি, বাংলার মানুষ এটা সহ্য করবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন আবার মদন মিত্রের ছায়াসঙ্গী প্রশান্তকে ডাকা হয়েছে। অথচ মাত্র কয়েকমাস আগে বিভিন্ন ভাবে বাধা দিয়ে (কোর্টে যেতে খরচ হয়েছে রাজকোষের ১১ কোটি ...) যখন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সারদায় সি বি আই তদন্ত করার রায় বেরুলো এবং বিশেষ দল তৈরি হল, সেদিন সেই রায়কে কার্যত কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন—এখন প্রতারিতদের টাকা ফেরত দেবে সি বি আই বা বিরোধী দলগুলি। তাঁর কোনো দায় থাকলো না। ...

সচরাচর প্রতি শনিবার মুকুল রায় নবান্নে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার পর সাংবাদিকদের সম্মেলন করেন দলের পক্ষে। এই শনিবার সর্বভারতীয় নেতাকে দেখা যায়নি, তাঁর পরিবর্তে দলের পক্ষে বা দিদির পক্ষে প্রেস মিট করে মহাসচিব পার্থ চ্যাটার্জী জানিয়েছেন 'মমতাকে খড়কুটোর মতো ধরে বাঁচতে চাইছে কুনাল'।

গত কয়েকদিন আগে রেলের সঙ্গে সারদা ট্যুর এ্যাণ্ড ট্রাভেলসের নাম জড়িয়ে যাবার সময় মুকুলবাবু একটু ফাউল করে বসেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান তাঁর মন্ত্রিত্ব থাকার সময় ঐ চুক্তি হয়নি। চুক্তিটি হয়েছিল তার আগের মন্ত্রী(মমতা)র আমলে। অর্থাৎ সেই দায় তাঁর নয় অন্যকারো। তাই মদনের মতো মুকুলের সঙ্গেও দুরত্ব বাড়ছে মমতার?...

তৃণমূলের গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে লড়াই চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৬ সেপ্টেম্বর : জেলার প্রতিটি পঞ্চায়েতের শাসক দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উন্নয়ন থমকে। টাকা পয়সা কার দখলে খরচ হবে তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারপিট, হুমকি চলছে। এমনই দুটি ঘটনা ৪ সেপ্টেম্বর এবং ৬ সেপ্টেম্বর বর্ধমান সদরের দুটি পঞ্চায়েতের নারীদাসপাড়ার একটি রাস্তা করাকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর মারপিট। তাতে আহত হয়ে উপপ্রধান সহ জীবন পাল, দেবু পাল ও তরুণ মল্লিক আহত হন। জীবন পাল পঞ্চায়েতে সদস্য এবং বাকি দুজন তৃণমূলকর্মী। তিনজনই এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

হাসপাতালে শুয়ে জীবনবাবুর অভিযোগে জানা যায় তৃণমূলের ব্লক সভানেত্রী কাকলী তা'র সঙ্গে কয়েকজন ঠিকাদারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। তিনি চান না দাসপাড়ার রাস্তা হোক। তাঁরই মদতে ৪০-৫০ জন আমাদের উপর হঠাৎ হামলা চালায় রাস্তায় মাপজোপ চলাকালীন গ্রামের মানুষ এ ঘটনার নিন্দা করেছেন।

৬ সেপ্টেম্বর বৈকুণ্ঠপুর-২ পঞ্চায়েতের ক্ষমতা কার হাতে থাকবে সে নিয়ে প্রধান নীলকণ্ঠ ঘোষকে গুলি করে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠলো শাসক দলের অন্য গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। তাঁর পায়ে গুলি লাগে। তিনিও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

তিনি জানান বর্ধমান-২ পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ শক্তিপদ পাল প্রধান পদ থেকে সরাতে আমাকে খুন করতে চেয়েছিলো। তিনি লিখিত অভিযোগে তাঁর ভাই বিবেকানন্দ পাল, গোপাল বিশ্বাস, সুধাংশু সাঁতরা ও জবা মালিকের নামে এফ আই আর করেছেন। এর মধ্যে গোপালবাবু ঐ পঞ্চায়েতের সদস্য। বাকিরা স্থানীয় তৃণমূল নেতা। পুলিশ বিবেকানন্দ পালকে গ্রেপ্তার করে।

এক ডজন প্রশ্ন

১. আকাশবাণীর মুখপত্র 'বেতার জগৎ' প্রথম কবে প্রকাশিত হয়েছিল? সম্পাদক কে ছিলেন?
২. 'নহন্যতে' উপন্যাসটি কে রচনা করেন? তাঁর জন্ম এবং মৃত্যু কবে হয়েছিল?
৩. রাষ্ট্রসংঘের আন্তর্জাতিক সংস্থা হু (WHO) কবে গঠিত হয়?
৪. সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর ছদ্মনাম কী ছিল? কবে তিনি প্রয়াত হন?
৫. কন্যাকুমারীতে 'বিবেক রকের' কবে উদ্বোধন হয়? কে করেন?
৬. বিশ্বে প্রথম 'হার্ট ট্র্যান্স প্রেন্টেশন' কোন চিকিৎসক করেন? তাঁর কবে মৃত্যু হয়?
৭. স্বাধীনতা সংগ্রামী, শ্রমিকনেতা ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত কবে জন্মান? কবে মৃত্যু?
৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থ 'গীতাঞ্জলি' (বাংলা) কবে প্রকাশিত হয়? ইংরেজিতে গীতাঞ্জলি কবে প্রকাশিত হয়?
৯. কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বতশৃঙ্গে কে প্রথম কবে জয় করেন? কবে তাঁর মৃত্যু হয়?
১০. 'ইনসুলিন' আবিষ্কারকদের অন্যতম কে ছিলেন? তাঁর কবে জন্ম?
১১. রাশিয়ার লেনিন গ্রাডের নাম পরিবর্তন করে আবার কী নাম হয়? কবে?
১২. জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম কী? তাঁর জন্ম ও মৃত্যু কবে?

(উত্তর শেষের পাতায়)

ঠাকুর ঘরে কে?

সারদা কাণ্ডে প্রথম যখন তৃণমূলের সাংসদ কুনাল ঘোষ গ্রেপ্তার হন তখন দলীয় কর্মীসভায় কর্মীদের মনোবল অটুট রাখার জন্য বিরোধী পক্ষকে কটাক্ষ করে তৃণমূল সুপ্রিমো বলেছিলেন ''কুনাল চোর? টুম্পাই (সৃঞ্জয় বসু) চোর? মুকুল চোর? আমি চোর? আর আপনারা সবাই সাধু?

২০১৩ সালের ২০ মে তৃণমূল সরকারের ২ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি সংবাদপত্রে সাক্ষাৎকারে মমতা বলেছিলেন ''কেন কুনাল এর নাম টানা হচ্ছে? সে ওখানে শুধু মিডিয়ার চাকরি করেছে। তাকে কত লক্ষ টাকা মাইনে দেওয়া হয়েছে, তা তো, মালিক-কর্মীর ভিতরকার বিষয়। আমি যতদূর জেনেছি— তাকে চেক মারফৎ বেতন দেওয়া হত। তাই যদি হয় তাহলে সেই বেতন যত লক্ষ টাকাই হোক, যেটা অবৈধ টাকা বলা যাবে না। তদন্ত তার মতো এগুবে ...'' —তাহলে আজ কেন উল্টো সুর? কিছুটা হলেও দিদি কি বিচলিত!

মুঝে উল্লু বানা বং

কাল হার্মাদ

পুলিশ কঠিন সময়ের মধ্যে যাচ্ছে

গত ৪ সেপ্টেম্বর যখন পাভুই মামলায় রাজ্যের ডি জি জি এম রেড্ডি হাইকোর্টের বিচারপতি হরিশ টান্ডনের এজলাসে দলের সম্পদ অনুব্রতকে ক্লিনচিট দিলেন তার আগের রাতেই অনুব্রতের স্নেহভাজন বীরভূম জেলা তৃণমূল যুব সভাপতি সুদীপ্ত ঘোষ ও দলবলের নেতৃত্বে বোলপুর থানার ভিতরে আক্রান্ত হলেন পুলিশের এ এস আই সামিম খান। একজন কনস্টেবল ও ভারপ্রাপ্ত ওসি। উপর তলার গড়িমসিতে এফ আই আর হলো ঘটনার ১৬ ঘন্টার পর। ৭২ ঘন্টা কেটে গেলেও অনুব্রতের ঐ স্নেহধন্য সুদীপ্ত ঘোষের কেশাগ্রস্পর্শ করতে পারেনি পুলিশ। এতে পুলিশের নিচু তলায় ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। গতকাল বীরভূম পুলিশের বড় কর্তা অলোক বাজোরিয়া বলেছিলেন—'পুলিশ' খুব কঠিন সময়ের মধ্যে যাচ্ছে, কঠিন সময়তো বটেই না হলে থানা থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে তৃণমূলের অফিসে তৃণমূলের ঐ যুবা কর্মী তথা সম্পদ বহাল তবিয়তেই আছেন। প্রায় পাঁচটি ধারায় তার বিরুদ্ধে এফ আই আর দায়ের হলেও পুলিশ তাঁকে খুঁজে পাচ্ছে না। অথচ তিনি বাড়িতে থাকছেন। এবং নিয়মিত বোলপুর পুরসভায় তার চাকরির জায়গায় হাজিরাও দিচ্ছেন পুরসভার স্যানিটারি ইন্সপেক্টর সুদীপ্ত ঘোষ।

যেমন খুঁজে পাওয়া যায়নি তৃণমূল নেত্রী দীপালি সাহাকে ... ও অন্যান্য তৃণমূলি বিধায়কদের ... সত্যি ... বড় কঠিন সময়ে —চলছে পুলিশ!

শিক্ষক দিবসে দু-একটা ছোট্ট ঘটনা

বিশেষ প্রতিবেদক : শিক্ষক দিবসে একদিকে যখন দেশের প্রধানমন্ত্রী দেশের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাঁর ভাষণ শোনার ফরমান জারি করছেন অন্যদিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্যকে 'দু-একটি ছোট্ট ঘটনা' বলে সংবাদ মাধ্যমকে আক্রমণ করে কার্যত টি এম সি পি-র দাদাগিরি এবং নৈরাজ্যকে সমর্থন করলেন। এমনকি গান্ধিমূর্তির পাদদেশে ২৮ আগস্ট ছাত্র সমাবেশেও নৈরাজ্যকে ঠেকানোর কোনো বার্তাই দেননি।

গত ৫ সেপ্টেম্বর আমরা আরো একটি শিক্ষক দিবস পেরিয়ে এলাম। বর্ধমান জেলাতেও সরকারি উদ্যোগে শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপিত হলো। জেলার ১১৭ জন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এ নিয়ে পরিবর্তনের সরকারের আমলে চারবার শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এবারও বর্ধমান থেকে জাতীয় শিক্ষক এবং রাজ্যের শিক্ষাভূষণ পুরস্কার পেয়েছেন অনেকেই। এখানেও ওরা-আমরা ভাগ করা হয়েছে। এমনকি যাঁরা ভূষিত হয়েছেন তাঁরাও ছাত্রদের কাছে এবং এলাকায় প্রশ্নচিহ্নের মুখে।

ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ শিক্ষক দিবসকে যে মর্যাদায় স্থান দিয়েছিলেন তা আজ প্রশ্নচিহ্নের মুখে। ১৯৬২ সালে ভারতের রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর তাঁর বন্ধু এবং অনুরাগীরা জন্মদিবস পালনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সদালাপী, উচ্চশিক্ষিত, শিক্ষানুরাগী রাষ্ট্রপতি তাঁর অনুরাগীদের জানান জন্মদিন পালন না করে দিনটিকে শিক্ষক দিবস হিসাবে পালন করতে। তারপর থেকেই সারা দেশে মর্যাদার সঙ্গে দিনটি প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের সৌহার্দ্যের দিন হিসাবে স্থান পেয়েছে।

কিন্তু প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেই শিক্ষক দিবস আজ এক ভয়ানক প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক দুরত্ব বাড়াচ্ছে। ছাত্রদেরকে শেখানো হচ্ছে বিভাজন পদ্ধতি। ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে বামপন্থী, তৃণমূল, হিন্দু, মুসলিম ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে। শুধুমাত্র বামপন্থী শিক্ষক সংগঠন করার অপরাধে ভিটা এম পি হাইস্কুলের সহ-শিক্ষক অশোক ঘোষ, গোলগ্রাম ইমাম হাইস্কুলের শিক্ষক নূর মহম্মদ-এর কাছে পরিবর্তনের সরকারের আমলে শিক্ষক দিবস অধরাই থেকে গেছে। গত পাঁচ মাস আগে অশোক ঘোষকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। ছাত্ররা তাদের প্রিয় শিক্ষককে শিক্ষক দিবসের দিন না পেয়ে মর্মাহত। এখন তিনি হাইকোর্টের দ্বারস্থ। গোলগ্রাম হাইস্কুলের সহ-শিক্ষক নুর মহম্মদ পরিবর্তনের পর থেকেই স্কুল ছাড়া। হাইকোর্ট রায় দিলেও স্কুলে ঢুকতে দেওয়া হয় নি। হাইকোর্টের রায়ে পরবর্তীকালে কলিগ্রাম হাইস্কুলে শিক্ষকতা করছেন। সারা জেলায় ১৫ জন মাধ্যমিক শিক্ষক প্রহৃত হয়েছেন। প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নিতে চাইছেন না কোনো শিক্ষকই। প্রধান শিক্ষকের প্যানেল থেকে এস এস সি স্কুলে প্রধান শিক্ষক দিতে পারছে না। আবার যে সমস্ত স্কুলে প্রধান শিক্ষক আছেন সেখানে বামপন্থী আদর্শে বিশ্বাসী শিক্ষককে তাড়িয়ে শাসকের স্তাবক শিক্ষককে বসানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ৭ সেপ্টেম্বর রেলওয়ে বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকাকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে শ্রীঘরে পাঠিয়ে দেয়।

কলেজগুলিতেও চলছে চরম নৈরাজ্য। শিক্ষক দিবসের দিনটিকে টি এম সি পি তাদের দখলিকৃত কলেজে কলেজে প্রেমের দিবস হিসাবে পালন করছে। গতবার রানিগঞ্জ টিডিবি কলেজে ছাত্রছাত্রীদের এই দৃশ্য দেখে শিক্ষকরা ঢোকার সাহস পাননি। এবার অধিকাংশ কলেজে শিক্ষক দিবস পালন হয়নি। কেননা ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক সে জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। জেলার গর্ব রাজ কলেজে এখন দৈনিক অশান্তির জেরে পড়াশোনা কার্যত লাটে উঠেছে। আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অধ্যক্ষর শূন্যপদে শাসকদলের মদতপুষ্ট টিচার-ইন-চার্জ কলেজের ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক শেষ করে দিয়েছে বলে ছাত্রদের অভিযোগ। শহরের গর্ব বিবেকানন্দ কলেজে দৈনিক টি এম সি পি'র দুই গোষ্ঠীর সাঁড়াশি চাপে অধ্যক্ষের প্রাণ ওষ্ঠাগত। টি এম সি পি সংসদের হস্তক্ষেপে প্রতিটি কলেজে মেধাভিত্তিক না হয়ে টাকা দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি হতে হয়েছে বলে অভিযোগ। চিত্তরঞ্জন কলেজে, আসানসোলের বি সি কলেজে, রানিগঞ্জের টি ডি বি কলেজে, দুর্গাপুরের সরকারি কলেজেও শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত। ফলে সর্বত্রই শিক্ষক দিবসে শিক্ষক না থাকলেও ছাত্ররা আমোদ প্রমোদের দিবস হিসাবে দিনটিকে পালন করছেন।

মুখ্যমন্ত্রী যাই বলুন, পরিসংখ্যান প্রাথমিক স্তরের ছবিটাকেও ভালো বলছে না। যতই ঘটা করে সরকারি স্তরে শিক্ষক দিবসে শিক্ষকদের সংবর্ধনা দেওয়া হোক না কেন, সেখানেও ওরা-আমরা ভাগ করা হয়েছে। আগে শিক্ষক দিবস পালন করার আগে মাধ্যমিক, প্রাথমিক স্তরে প্রধান শিক্ষকদের নিয়ে একটি কমিটি তৈরি হতো ডি আই-দের উদ্যোগে। এখন সেসবের তো বলাই নেই, অনুষ্ঠানে মা-মাটি-সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর প্রচার করে সরকারি অনুষ্ঠানের রাজনীতিকরণ করা হচ্ছে। অন্যদিকে শুধুমাত্র বামপন্থী সংগঠন করার অপরাধে জেলার অনেক শিক্ষকই ছাত্রছাত্রীদের কাছে থেকে অনেক দুরে চলে গেছে। বার বার আক্রান্ত হয়েছে। বাড়িছাড়া হয়েছে অথবা মিথ্যা মামলায় তাঁদের ফাঁসানো হয়েছে। রায়না থানার আবুল কালাম, চন্দন কুণ্ডু, বর্ধমান সদর থানার লক্ষ্মী নারায়ণ চক্রবর্তী, বর্ধমান শহরের সুব্রত দাস, অশোক দাস, অভিজিত ভঞ্জ শাসক দলের হাতে আক্রান্ত হয়ে বাড়িছাড়া অথবা মিথ্যা মামলার শিকার। গত ৫ সেপ্টেম্বর তাঁদের কাছে ছিল বড় কষ্টের, বড় বেদনার। শিক্ষক দিবসের তাৎপর্য তাঁদের কাছে এক অন্য মানে বহন করছে। মুখ্যমন্ত্রী কি অনুবীক্ষণের উল্টো কোনও যন্ত্র পেয়ে গিয়েছেন, যাতে সব কিছুই ছোট ও কম দেখায়? শিক্ষাক্ষেত্রে এক চরম নৈরাজ্য, দলতন্ত্র কায়েম করে এবং এক শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীকে উচ্ছৃঙ্খল আচরণে মত্ত করে শিক্ষক দিবসের মর্যাদা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে—উঠছে প্রশ্ন।

উজান সন্ধ্যার আনন্দ অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৬ সেপ্টেম্বর : লোকভারতীয় সহযোগিতায় বর্ধমান সৃজনমনের সমন্বয় মঞ্চ 'উজান'-এর উদ্যোগে এদিন সন্ধ্যায় টাউন হলে বর্ধমান শহরের শিক্ষক ও শিক্ষা পরম্পরা বিষয়ে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন গৌতম তা। কয়েকটি বিষয়ের মাস্টারমশাইরা আলোচনা করেন। লেখাপড়া বিষয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক মোহিত রায়, স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, সঞ্চালনা করেন দেবেশ ঠাকুর। গানের বিষয়ে আলোকপাত করে শিবপ্রসাদ ভট্টচার্য, নেপাল আঢ্য, গোলাম ইমাম, সঙ্গীতে

সোমানাথ মুখোপাধ্যায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সঞ্চালনায় ছিলেন মানব বন্দ্যোপাধ্যায়, আবৃত্তি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ললিত কোঙার, জয়ন্ত ঘোষ এবং আবৃত্তি করেন অমুপম চট্টোপাধ্যায়, পল্লব চট্টোপাধ্যায়, মানসী চক্রবর্তী। আঁকার বিষয়ে আলোচনায় ছিলেন শিবশঙ্কর কুণ্ডু, সমর মুখোপাধ্যায়, স্বপন রায়। আঁকার শিক্ষকদের ছবি উপর হার দেন কুশল বনিক, নূর আলি প্রদ্যুৎ পাল। সঞ্চালনায় ছিলেন শ্যামলবরণ সাহা। নাচের বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেন অজিত সান্যাল, ধ্রুবজ্যোতি বসু, সঞ্চালনায় মানব বন্দোপাধ্যায়। সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করে আমীর খাঁ সঙ্গীত সংসদ। নৃত্য পরিবেশন করে ছন্দম ও শিবম নৃত্য সংস্থা। শিক্ষক ছাড়াও প্রয়োগ শিল্পের বেশ কয়েকজন শিক্ষাগুরুকে উজানের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানান গৌতম তা।

১০০ তে ১০০!

জোয়ারকিম লাকড়া

পশ্চিমবাংলার বেশির ভাগ মানুষ এখনও পর্যন্ত কৃষিনির্ভর। রাজ্যের কৃষককূলের প্রায় সবটাই ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক কৃষক। তাঁরা একদিকে যেমন কৃষি পণ্যের উৎপাদনকারী, তেমনিই কৃষিপণ্যের ক্রেতাও বটে। এই রাজ্যে তিন বছরের অধিককাল শাসন ক্ষমতায় রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এই তিন বছরে কৃষক উৎপাদিত পণ্যের লাভজনক মূল্য পায়নি। এমনকি কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষিত কৃষিপণ্যের নূন্যতম সহায়ক মূল্য রাজ্য সরকার নিশ্চিত করতে না পারায় রাজ্যের চাষীরা দুরবস্থায় পড়েছেন।

গোদের ওপর বিষ ফোঁড়া ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি কেন্দ্রের সরকারের ক্ষমতায় এসেছে। ক্ষমতায় এসেই তারা ডিজেলের দাম, রেলের যাত্রী ভাড়া ও পণ্য মাশুল বাড়িয়ে দিয়েছে। এখন 'সকলকে সাথে নিয়ে সকলের বিকাশ'এর গল্প শোনাচ্ছে, নীতিকথা শুনতে ভাল লাগে কিন্তু এতে কৃষকের পেট ভরছে না! সার ও কীটনাশক কালোবাজারী রোখার পরিবর্তে এই রাজ্যে তা ভীষণ বেড়ে গিয়েছে। বাড়ছে বিদ্যুৎের দাম, ফসলের উৎপাদন খরচ বাড়ছে, সেই সঙ্গে হুহু করে বাড়ছে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম! কৃষকের জন্য সস্তায় ঋণের একটা ব্যবস্থা ছিল রাজ্যের সমবায় ব্যাঙ্কগুলি। সেখানেও রাজ্য সরকারের নিরুৎসাহব্যাঞ্জক আচরণের ফলে চাষীরা চাষের কাজে পড়ছেন সমস্যায়। তাঁরা কৃষিকাজে উৎসাহ হারাচ্ছেন।

হাতের কাছে ছিল ১০০ দিনের কাজ, সেখানেও অনিশ্চয়তার কালো মেঘ ঘনিয়ে উঠেছে। গত তিন মাসে বাকি পড়েছে প্রায় ১০০০ কোটি টাকা। অথচ রাজ্যের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর সূত্রের খবর, চলতি বছরে কেন্দ্রীয় সরকার দু দফায় মোট ২৭৬৭ কোটি ৩২ লক্ষ ১১ হাজার টাকা দিয়েছিল। এছাড়া গতবারের খরচ না হওয়া প্রায় ৩১ কোটি টাকা পড়েছিল নাকি। কেন্দ্রের টাকা সবই জেলাগুলিতে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তাতে কুলোচ্ছে না, বাকি পড়েছে।

ঠিকই, রেগার কাজ তো ধারাবাহিক কাজ। অর্ধেক পুকুর কাটিয়ে বা অর্ধেক রাস্তা তৈরি করে তো ফেলে রেখে দেওয়া যায় না!

কিন্তু যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ছে কেন? সেখানে তো পেমেন্ট ঠিক মতো করে দেওয়া হচ্ছে, টাকার অভাব ঘটছে না!

অভিযোগ উঠছে রেগা'র টাকা অন্য কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। রেগার কাজে যন্ত্র ব্যবহার হলে, তার পঁচিশ ভাগ টাকা রাজ্য সরকারকে দিতে হয় নিজস্ব তহবিল থেকে। এছাড়াও দক্ষ-অদক্ষ শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরির পঁচিশ ভাগ টাকাও রাজ্যকে দিতে হয়। সে সব হিসেব সঠিকভাবে পাওয়া যাচ্ছে না বলেই অভিযোগ উঠছে। যন্ত্র ব্যবহারের পর পেমেন্ট হয়ে যাওয়ার বিষয়ে মোটা টাকা কমিশন খেলা চলছে কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কারণ রাজ্য সরকারের সততার মুখোশে রঙ চটেছে, মাটি বেরিয়ে পড়েছে। যন্ত্রের ঠিকাদারদের পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে অথচ গত এপ্রিল মাস থেকে কাজ করে টাকা পায়নি লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ মানুষ। টাকা পাওয়া যাবে না এই আশঙ্কায় রেগায় কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছেন অনেকেই। রাজ্যের ১৯টি জেলাতেই এই অবস্থা!

গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর সূত্রের খবর- রাজ্যে মোট বকেয়ার পরিমাণ ৯৩০ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা।

সব চেয়ে বেশি টাকা বাকি বর্ধমান জেলাতে। রেগার কাজে বর্ধমান জেলা বরাবর প্রথম সারিতে অবস্থান করে। রাজ্যে তৃণমূল সরকারেরর প্রথম বছরে বর্ধমান জেলা ১০০ দিনের কাজে প্রথম হয়েছিল (যদিও তা বামফ্রন্টের কৃতিত্বে)। জেলাশাসক ঘটা করে সাংবাদিক সম্মেলন করে বুক ফুলিয়ে ঘোষণা করেছিলেন সে কথা! আজ তাঁরা সাংবাদিক দেখলে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন! রেগা'র প্রশ্ন তুললেই পঞ্চায়েত সমিতি'র সভাপতি-বিডিও মুখ লুকোচ্ছেন! কী ব্যাপার!

শুধু মাত্র বর্ধমান জেলাতে বকেয়া মজুরী অর্থের পরিমাণ প্রায় ২৬৪ কোটি ২৩ লক্ষ টাকারও বেশি। ৩১ টি ব্লকের এমন কোনও পঞ্চায়েত নেই যেখানে মানুষ কাজ করেছেন অথচ হাতে টাকা পাননি। গত ৩-৪ মাস ধরে গরীব মানুষের হাতে টাকা নেই, সামনেই পুজোর মরশুম আসছে। ঘরে ঘরে বাড়তি খরচের ব্যাপার আছে, এখন যদি গতর খাটা পরিশ্রমের টাকা না পাওয়া যায় গরীব মানুষ খাবেই বা কী, ছেলেমেয়েদের পড়নের নতুন কিছু কিনবেই বা কী করে? রাজ্যে রেগার বকেয়া পাওনায় দ্বিতীয় স্থানে আছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা। বকেয়া প্রায় ১৫৩ কোটি টাকা। শুধু মাত্র বেলপাহাড়ি ব্লকেই মানুষ হাতে পাননি প্রায় ৩ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা। কাজ করেছেন মানুষ, টাকা পাননি। রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর প্রিয় জঙ্গলমহল এখন হাসছে না, কাঁদছে।

তাঁর মন্ত্রীসভার কাজকর্মের হিসেব করছেন রাজ্যের মানুষ, গতর খাটিয়ে কাজ করে হাতে মজুরী না পাওয়া মানুষ। পাশ ফেলের অঙ্ক তাঁরাও কষতে জানেন। পরীক্ষা আবার আসছে ... ২০১৬। সেদিন পাশ ফেলের অঙ্ক তাঁরাও কষবেন। সেদিন জানা যাবে মুখ্যমন্ত্রীর পাশ ফেলের অঙ্ক নয়, রাজ্যের খেটে খাওয়া মানুষ 'সততার প্রতীক' মুখ্যমন্ত্রীকে কত নম্বর দেবেন? ১০০ তে ১০০ নাকি ... !

ফুটবল টুর্ণামেন্টের ফাইনাল

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ৩ সেপ্টেম্বর : ইস্পাতগরীর এ'জোনে ট্রাঙ্ক রোড ফুটবল ময়দানে অনুষ্ঠিত হল ২৬ তম শহিদ নিমাই অধিকারী ও প্রয়াত পরিতোষ ভট্টাচার্য স্মৃতি ফুটবল টুর্ণামেন্টের ফাইন্যাল খেলা। ১৩ জুলাই শহিদ নিমাই অধিকারীর শহিদ দিবসের দিন ১৬টি দলকে নিয়ে এই টুর্ণামেন্ট শুরু হয়েছিল। ইউনাইটেড কন্ট্রক্টার ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন-এর উদ্যোগে ১৯৮৮ সাল থেকে দুর্গাপুরের এই ঐতিহ্যবাহী টুর্ণামেন্টটি ধারাবাহিকভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং এই টুর্ণামেন্টের সম্পূর্ণ খরচ শ্রমিকদের দানে সংগৃহীত অর্থের মাধ্যমে করা হয়। বর্তমানে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় ৩৫০০-এর বেশি ঠিকা-শ্রমিক উচ্ছেদ হলেও নানা প্রতিকূলতার মধ্যে প্রতিবছরের মতো এবারও টুর্ণামেন্টটি সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়।

খেলা শুরুর আগে শহিদ নিমাই অধিকারী, প্রয়াত পরিতোষ ভট্টাচার্য ও মহঃ রফিকের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন সন্তোষ দেবরায়, মহাব্রত কুন্ডু, লাল্টু সেনগুপ্ত, প্রফুল্ল মণ্ডল, সুখময় বোস, বিভু চক্রবর্তী, কাজল চ্যাটার্জী, তাপস সরকার প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার আধিকারিক সি এন সিনহা, দুর্গাপুরের প্রাক্তন মেয়ন রথীন রায়, প্রাক্তন সাংসদ সুনীল খাঁ প্রমুখ।

ঘোড়াও অসহায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৮ সেপ্টেম্বর : কেউ কথা রাখছেনা। জেলাশাসক, মহাকুমাশাসক, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক থেকে স্থানীয় পঞ্চায়েত কোনো উদ্যোগ নেয়নি। এক মাস ধরে বর্ধমানের নওয়াদা গ্রামের বাসিন্দারা প্রশাসনের প্রতিটি দরজায় ঘুরছেন। যাতে অন্ধ একটি ঘোড়ার হিল্লে হয়। কিন্তু কে কার কথা শোনে। সকলেই কথা শুনেছেন আবার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন, ওই পর্যন্তই। গত তিন চার মাস আগে নওয়াদা গ্রামে একটি বাদামী রঙের ঘোড়ার আর্বিভাব হয়। তখন গ্রীষ্মকাল ছিল। ঘোড়াটি মাঠেই সারাদিন চড়তো। মাঠেই রাত কাটাতো। কার্যত খোলা আকাশের নিচে মাঠই ছিল তার আস্তাবল। সমস্যা হলো বর্ষা শুরু হতে। মাঠ জলে ভরে গেল, চাষাবাদ শুরু হল। দুটি সেচখালের মধ্যেখানে হল অন্ধ ঘোড়ার নতুন আস্তাবল। দুটি চোখই অন্ধ। মাঝে মাঝে ঘোড়াটি সেচ খালের জলে পড়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে। এইভাবেই চলছিল। পাশেই রেললাইন। ঘোড়াটি রেললাইনে উঠে পড়ে যদি, তাহলে কী হবে! সেই ভয়েই গ্রামবাসীরা চায় প্রশাসন এগিয়ে এসে ঘোড়াটির পাকাপাকি আস্থাবলের ব্যবস্থা করুক।

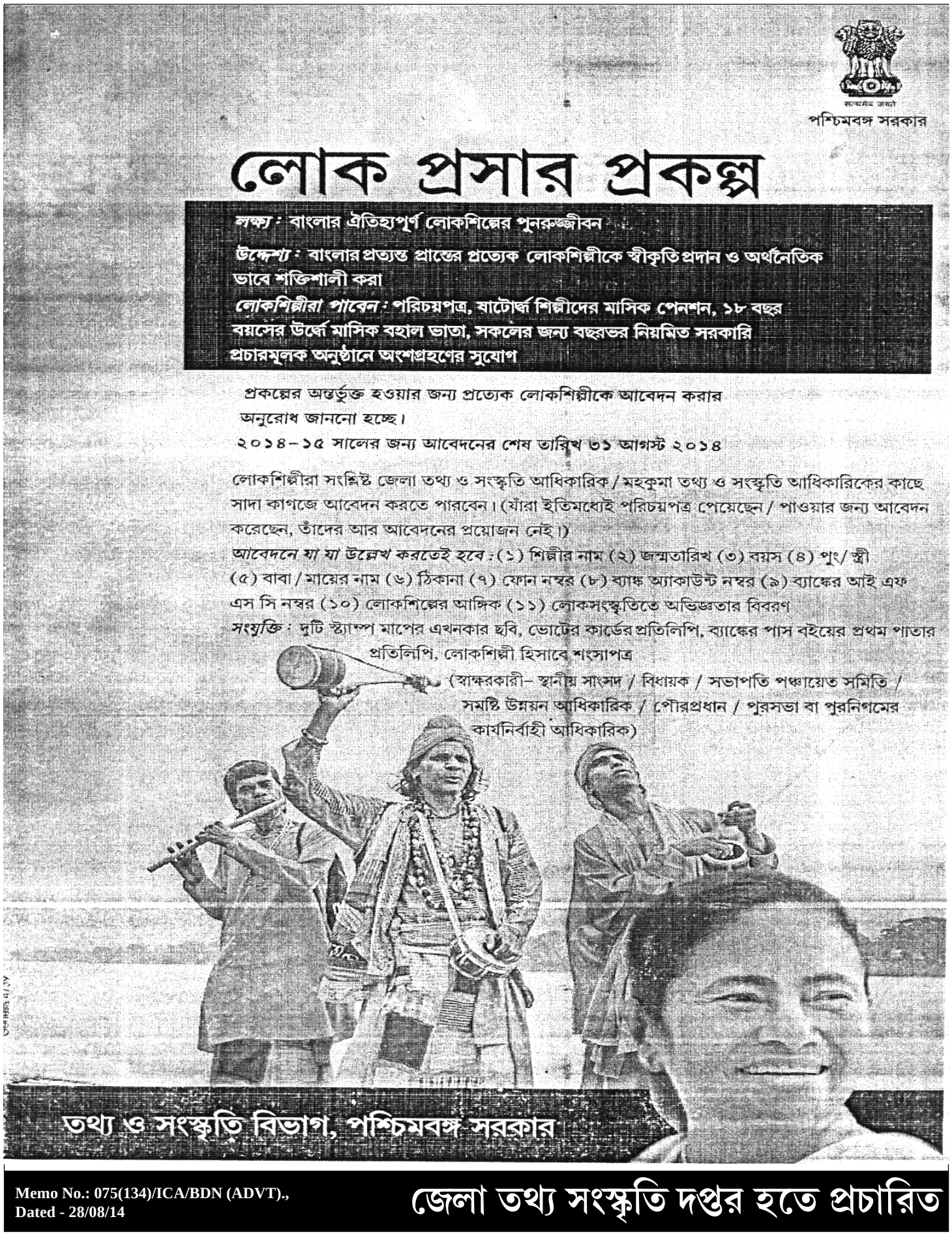

কালনায় স্কুল নির্মাণে তৃণমূলি বাধা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১ সেপ্টেম্বর : তৃণমূল নেত্রী বলছেন সি পি আই(এম) অচ্ছুৎ নয়। অথচ ঐ দলের কর্মীরা যখনই উন্নয়নের কাজে উদ্যোগ নিচ্ছে তখনই তৃণমূলিরা বাধা দিচ্ছে। তাই এই দলটার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে কালনা ২ নং ব্লকের বিরুহা গ্রামের একটি স্কুলের ভবন নির্মাণকে কেন্দ্র করে।

২০১২-১৩ আর্থিক বছরে বিরুহা শরৎচন্দ্র উচ্চবিদ্যালয়কে চার লক্ষ টাকা দেওয়া হয় সর্বাশিক্ষা অভিযান দপ্তর থেকে, ঐ টাকা দিয়ে স্কুলের বাম পরিচালন কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে ভবনের কাজ শুরু হয় স্কুলেরই নিজস্ব জমিতে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহম্মদ সালাউদ্দিন জানান, এলাকার কয়েকজন সেখানে হাজির হয়ে নির্মাণের কাজ বন্ধ করে দেয়। কয়েক জনের স্বাক্ষরিত একটি অভিযোগপত্র স্কুলে জমা পড়ে। তাতে বলা হয় খেলার মাঠ নষ্ট করে ভবন নির্মাণ করা যাবে না। এই অবস্থায় স্কুলের পক্ষ থেকে প্রধান, সভাপতি, বিধায়ক, বিডিওকে চিঠি দিয়ে পরামর্শ চাওয়া হয়। প্রধান শিক্ষক জানান এই ব্যাপারে কারও সাড়া পাওয়া যায়নি।

ইতিমধ্যে সর্বশিক্ষা দপ্তর থেকে প্রধান শিক্ষকের নিকট সতর্ক করার চিঠি আসে। তাতে বলা হয় ২০১৪-র ৩১ মার্চের মধ্যে ভবন নির্মাণের কাজ শেষ না করতে পারলে সুদ সমেত প্রদেয় টাকা ফেরৎ দিতে হবে। এই চিঠি পাওয়ার পর স্কুল থেকে ভবন নির্মাণের সুরতহাল জানিয়ে সর্বশিক্ষার ডিপিওকে চিঠি দেওয়া হয়। তার কপি দেওয়া হয় সভাপতি, প্রধান, বিডিও এবং বিধায়ককে। এই চিঠি পাওয়ার পর তৃণমূল পরিচালিত কালনা ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সপার্ষদ হঠাৎ স্কুলে চলে আসেন কাউকে কিছু না জানিয়ে। পরিচালন কমিটির অনুপস্থিতিতেই সভাপতি এক তরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ভবনটি অন্যত্র করার ফতোয়া জারি করে চলে যান। এতে কিছু গ্রামবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিরোধ করতে উদ্যোত হয়। প্রধান শিক্ষকের অভিযোগ তখনই কালনা থানা থেকে প্রধান শিক্ষককে ফোন করে বলা হয় কোনোরকম উত্তেজনার সৃষ্টি করবেন না। তাতে ফল সুখকর হবে না। প্রধান শিক্ষক কালনা থানায় পাল্টা অভিযোগ লিপিবদ্ধ করলেও কোনো সুরাহা হয়নি। কাজ বন্ধই আছে। ক্ষমতাসীন দলের কয়েকজন সমর্থকের কাছ থেকে ভবন নির্মাণে বাধা আসছে। সেটা এলাকার মানুষ থেকে প্রশাসন প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ করছেন। কিন্তু তৃণমূলের ব্লক সভাপতি প্রণব রায় এসব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে জানান গ্রামবাসীরাই বাধা দিচ্ছে। কারণ তাদের খেলার মাঠ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

গরিবের টাকা লুট

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩ সেপ্টেম্বর : গরিব মানুষ, যাদের মাথাগোঁজার একটা ভালোমতন আচ্ছাদনও নেই দিনে সূর্যের আলো, রাতে চাঁদের জ্যোৎস্নার আলো এবং বর্ষায় প্রবল ধারাপাত—কোনটায়ই কাপর্ণ নেই—একদল হা-অন্ন মানুষের, এদের জন্যই কেন্দ্রীয় সরকারের একটি প্রকল্প ইন্দিরা আবাস যোজনা। এই যোজনায় গৃহহীনদের ৭০ হাজার টাকা ঋণ দেওয়া হয় দু-দফায়। প্রথম ঋণ পাওয়ার পর কাজের অগ্রগতি দেখে দ্বিতীয় দফার ঋণ দেওয়া হয়। এ ভাবেই মাথা গোঁজার এক চিলতে ঠাই তৈরি হয় গরিবদের।

এ হেন গরিবদের বঞ্চিত করা হচ্ছে বর্ধমান জেলা পরিষদের উদ্যোগে। ইন্দিরা আবাস যোজনার টাকায় ১৫টি ল্যাপটপ কেনা হয়েছে কর্মাধ্যক্ষদের জন্য। অর্থ স্থায়ী কমিটির বৈঠকে গত ৩ সেপ্টেম্বর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর সঙ্গে ১টি প্রিন্টার আনুসঙ্গিক যন্ত্রাদিও কেনার অর্ডার দেওয়া হয়েছে। জেলা পরিষদের বিরোধী দলনেতা সুরেন হেমব্রম এ ধরনের বে-নিয়মী কাজের সমালোচনা করেছেন।

পরীক্ষা সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

বর্ধমান জেলাস্তর লাইসেন্সিং বোর্ড (ইলেকট্রিক্যাল) দ্বারা পরিচালিত ওয়ার্কম্যান পারমিট (ইলেকট্রিক্যাল) প্রদাণের জন্য পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে। ইচ্ছুক প্রার্থীদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে—

(১) আবেদনপত্র জমা নেওয়া হইবে	:	১১/০৯/১৪ হইতে ২৫/০৯/১৪ পর্যন্ত বেলা ১১টা হইতে ৩টা (ছুটি ও রবিবার ব্যতীত)
(২) আবেদনকারীর প্রয়োজনীয় যোগ্যতা	:	(ক) বয়স কমপক্ষে ২০ বৎসর (খ) কমপক্ষে ২ বৎসরের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কাজের অভিজ্ঞতা
(৩) অ্যাডমিট কার্ড বিতরণ এবং গ্রহণ	:	১৪/১১/১৪ হইতে ২১/১১/১৪
(৪) আবেদনপত্র জমা লইবার স্থান	:	রিজিওন্যাল ম্যানেজারের অফিস, বর্ধমান। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোং লিঃ, মনিমার্ট, জি. টি. রোড, বর্ধমান।
(৫) আবেদনপত্র প্রাপ্তির স্থান	:	বর্ধমান জেলার কোম্পানির সমস্ত (বন্টন) ডিভিশনাল ম্যানেজারের অফিস
(৬) পরীক্ষার দিন	:	২৯/১১/১৪ এবং ৩০/১১/১৪ অনিবার্য কারণবশত সূচি-পরিবর্তনীয়।

Memo No.: RM/BDN/Advertisement/591, Dated - 05/09/14

মেম্বার সেক্রেটারি
বর্ধমান জেলাস্তর লাইসেন্সিং বোর্ড (ইলেকট্রিক্যাল)
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

অনিমেষ নাথের জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩ সেপ্টেম্বর : বর্ধমান শহরের নতুন গঞ্জের বাঁকা বাহারের বাসিন্দা অনিমেষ নাথ ৬৮ বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন। তিনি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী ছিলেন। অবসরের পর বর্ধমান কোর্টে আইনজীবী হিসাবে কাজ করেছিলেন। গুজরাটের সুরাটে মেয়ের বাড়ি যাবার পথে সুরাট স্টেশনে সকাল ৭টায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সুরাটে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। তাঁর স্ত্রী ও দুই কন্যা বর্তমান। তিনি দীর্ঘদিন সি পি আই(এম)-এর সদস্য ছিলেন। নতুন চিঠির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

By Courtsy
S. K. Banerjee
Burdwan

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মহামিছিলে উত্তাল ইস্পাতনগরী

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ১ সেপ্টেম্বর : যুদ্ধ-বিরোধী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দিবস উদ্‌যাপন কমিটির ডাকে, ইস্পাতনগরী যুদ্ধ-বিরোধী ও শান্তির পক্ষে মহা মিছিলে উত্তাল হয়ে উঠলো। প্রবল বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে হাজার হাজার মানুষ মহা মিছিলে যোগদান করেন। বিপুল সংখ্যায় মহিলা ও ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি ছিল। ইস্পাতনগরীর এ-জোনের আশীষ মার্কেট থেকে সাদা বেলুন উড়িয়ে মিছিলের সূচনা করেন প্রাক্তন মহানাগরিক রথীন রায়। উপস্থিত ছিলেন সন্তোষ দেবরায়, সুশান্ত ব্যানার্জী, নির্মল ভট্টাচার্য, লাল্টু সেনগুপ্ত, আল্পনা চৌধুরী, কাজল চ্যাটার্জী, অরুণ চৌধুরী, আমীর হায়দার সহ বিভিন্ন গণ-আন্দোন, ট্রেড-ইউনিয়ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের এবং শিসু সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। আশীষ মার্কেট থেকে শুরু হয়ে অশোক এভিন্যু-চৈতন্য এভিন্যু ভাবা রোড এডিসনের মধ্য দিয়ে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে ইস্পাতগররীর বি-জোনের নিউটন পূজো ময়দানে মিছিল শেষ হয় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। শপথবাক্য পাঠ করা রথীন রায়। শোকপ্রস্তাব পাঠ করে অরুণ চৌধুরী।

কেন্দ্রীয় সরকার দেশের ...

—প্রথম পাতার পর

সংশ্লিষ্ট নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ। আসানসোলের বিজয় পাল (হাওড়ার বস্তি থেকে উত্তর প্রদেশ, কানপুর থেকে আসানসোলের রেলবস্তি জীবন) এবং রানীগঞ্জের রবীন সেন (বল্লভপুরের পেপার মিলের বস্তি, পাঁচ অধ্যায়) এবং বিনয় চৌধুরীর কথাও তাঁর কথায় বারবার ফিরে ফিরে আসছিল। তিনি সাহসের সঙ্গে সকলকে সতর্ক করে বললেন, যে শক্তি বাবরি মসজিদ ধ্বংস করেছে, গোধরা কান্ড ঘটিয়েছে—তারা আজ দেশের শাসন ক্ষমতায় বসেছে। এর ফলে সাধারণ মানুষের জীবনে আরো দুর্দশা নামবে, এরা কোনো বিকল্প পথ দেখাতে পারবে না। এই বিপর্যয় থেকে দেশকে উদ্ধার করার জন্য ওঁদের শিক্ষা আমাদের স্মরণ করতে হবে, পার্টিকে সেই ভাবে গড়ে তুলতে হবে।

এরপর বক্তব্য রাখেন পার্টির সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব মদন ঘোষ। তিনিও ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ করে বলেন, এঁদের মহান সংস্পর্শে আমরা কাজ করতে এসে অবাক হয়েছি। কী অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন হরেকেষ্টদা! অপূর্ব দক্ষতা ছিল ওঁদের মানুষকে কাছে টানবার। ১৯৬২-র মোবারক বিল্ডিং আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা, টাউন হলের বক্তৃতা তাঁর কথায় ঘোরা ফেরা করেছে, করেছে নির্বাসিত জীবনের কথা। তিনি বলেন, ওঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকের ভোগবাদী দর্শনের যুগে-কমিউনিস্ট হিসেবে নিজেদের টিঁকিয়ে রাখার লড়াইও আমাদের করতে হবে। আজকে সমাজ পরিবর্তিত হয়েছে, চিন্তা-চেতনা-ভাবনা সমাজে পরিবর্তন এনেছে। আজকের সময়ের উপযোগী করে পার্টিকে—গণতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ওঁদের জীবনচর্চা আয়ত্তকরেই আমাদের এগিয়ে চলতে হবে।

চার মহান নেতৃত্বের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান পর্ব শেষ হলে সভার কাজ শুরু হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পার্টির জেলা সম্পাদক অমল হালদার।

অমল হালদার বলেন, এই সমস্ত মহান নেতৃত্বের কথা বারবার স্মরণ করার জন্য আমরা একটি স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। ওঁদের কাজকর্ম-বজ্রকণ্ঠের হুঙ্কার আমাদের প্রতিদিন ভাবায়, সেই লড়াইয়ে এগিয়ে চলার শপথ-অঙ্গীকার নিয়েই আমাদের আগামী আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে হবে।

মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন পার্টির জেলা সম্পাদকমন্ডলীসহ জেলা কমিটির অন্যান্য সদস্যরা। 'কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে ...' রবীন্দ্র গানের অসাধারণ নির্বাচনে স্মরণ অনুষ্ঠানটি নিখুঁত ভাবে বেঁধে দিয়েছিলেন যশস্বী শিল্পী শুভপ্রসাদ নন্দীমজুমদার।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ১৯২৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী; ২। মৈত্রেয়ীদেবী, ১৯১৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর, মৃত্যু ৪-২-১৯৯০; ৩। ১৯৪৮ সালের ১ সেপ্টেম্ব; ৪। বীরবল, ১৯৪৬ সালের ২ সেপ্টেম্বর; ৫। ১৯৭০ সালের ২ সেপ্টেম্বর, রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি; ৬। ডাক্তার ক্রিশ্চিয়ান নিথলিং বার্নার্ড, ২০০১ সালের ২ সেপ্টেম্বর;৭। ১৮৮০ সালের ৪ সেপ্টেম্বর, মৃত্যু ২৫-১২-১৯৬১; ৮। ১৯১০ সালের ৫ সেপ্টেম্বর, ইংরেজি গীতাঞ্জলি ১৯১২ সালের ১ নভেম্বর; ৯। জর্জ ব্যান্ড, ১৯৫৫ সালের ২৫ মে, মৃত্যু ২০১১ সালের ৫ সেপ্টেম্বর; ১০। জন জেমস ম্যাকলিয়ড, ১৮৭৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর; ১১। সেন্ট পিটার্সবাগ, ১৯৯১ সালের ৬ সেপ্টেম্বর; ১২। নীললোহিত, ১৯৩৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বর, মৃত্যু ২৩-১০-২০১২।

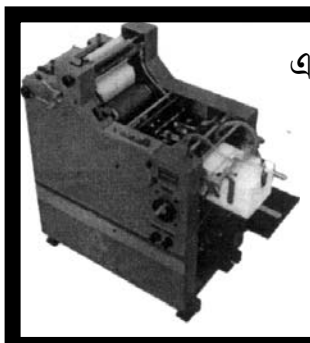

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

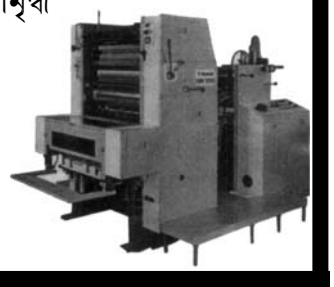

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা